কোলে শিশুর চোখেই কিনারের কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd March , 2018

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :
৯৪৩৩০৯৮০২১, ৯৮৩০৫৩০২৯৩

March, 2018 Volume-IV, Issue-I 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

বাঁশ মিশন

নয়াদিল্লি-এবারের বাজেটে ১২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জাতীয় বাঁশ মিশনকে ঢেলে সাজাবার জন্য। আরবেতে সুবিধা নেই, সেলা বাড়ল আর বাড়ল বাঁশের বাজার।

ছেলেখেলা

নয়াদিল্লি-দেশে দুধ দেওয়া গরুর সংখ্যা ৪ কোটি। 'পশু সঞ্জীবনী' প্রকল্পে এদের আধার কার্ড দেওয়া হবে। এই কাজের জন্য খরচ হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা। কার্ডে গোরুর বিবরণ দেওয়া থাকবে।

৮৩৮ কোটি

নয়াদিল্লি-পশ্চিমবঙ্গে ক্যাম্পাসে ৮৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। ২৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অন্য মোদী

নয়াদিল্লি-প্রথম ললিত মোদী এরপর বিজয় মাল্য এবং নীরব মোদীও উধাও দেশ থেকে। প্রায় সাড়ে এগারো কোটি টাকার প্রতারণার অভিযুক্ত নীরব।

পি এফ নিয়ে

নয়াদিল্লি-গত অর্থবর্ষে পি এফ-এর জমার ৮.৬৫ শতাংশে হারে সুদ দেওয়া হয়েছিল। চলতি অর্থবর্ষে সেই সুদের হার কমে হল ৮.৫৫ শতাংশ। এই নিয়ে তিনবার পিএফে সুদের হার কমানো হল।

পরীক্ষার ফি কমছে

নয়াদিল্লি-রেলে সাধারণ ও সংরক্ষিত শ্রেণির পরীক্ষার ফি কমছে। রেলমন্ত্রী পীযূষ গয়াল জানান, সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য ফি লাগছে না। সাধারণ শ্রেণির জন্য মাত্র ১০০ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে।

চলে গেলেন শ্রীদেবী

মুম্বই-বলিউডের প্রথম মহিলা সুপারস্টার শ্রীদেবী (৫৪) ২৪ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে দুবাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বলিউড।

থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগীদের নিখরচায় বাহক রক্ত পরীক্ষা

শান্তি ঘোষ স্ট্রিটের শিশু উদ্যানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা। ছবি: আশীষসাহা।

নিজস্ব প্রতিনিধি-থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেবাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন অবিচল তাঁর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। অতীত লক্ষ্যপূরণের জন্যই ১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার শান্তি ঘোষ স্ট্রিটের শিশু উদ্যানে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা বসে আঁকো এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে এদিন সাধারণ মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বসে আঁকার তিনটি বিভাগে প্রায় ৫০০ জন এবং আবৃত্তিতে প্রায় ২৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সেবাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রতিযোগীকে অংশগ্রহণের জন্য শংসাপত্র এবং মেডেল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য ঘোষণা করেন, থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়েই এই প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী সকলকেই সংগঠনের পক্ষ থেকে ভর্তুকি মূল্যে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হবে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন প্রথিতযশা শিল্পী ওয়াসিম আহমেদ কাপুর, দিলোন মুখার্জি, মিন্টু পাল, রণজিত রায় চৌধুরী, অতনু পাল, রজত ঘোষ, মানবেন্দ্র সরকার ও অশোক ভট্টাচার্য। আবৃত্তির বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন দেবাশীষ বসু, উমা ভৌমিক, অনীমা তড় ও সুদীপ্ত ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন বিশ্বজিৎ রায়, গৌতম সূত্রধর এবং আয়ান এরসকলগণ।

ঘোষণা অনুযায়ী দুপুর ১টায় বিভাগ-ক, বিদ্যাসাগর বিভাগের প্রতিযোগীদের অঙ্কন শুরু হয়। যেমন খুশি আঁকো-র তাকনায় প্রত্যেকেই তাদের কল্পনাতে ফুটিয়ে তুলেছে বিভিন্ন ছবি। দুপুর আড়াইটায় খ-নেতাজি বিভাগের বিষয় ছিল দুর্গা এবং গ, বিবেকানন্দ বিভাগ-এর বিষয় নির্বাচন করে দেন বিচারকবৃন্দ। বিষয়টি ছিল, "সমাজসেবায় বিবেকানন্দ"। শুধুই প্রতিযোগিতার আসর নয়, প্রতিযোগীদের সাথে আসা অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের এবং অনুষ্ঠানের অতিথিদের জন্য ছিল একটি ভিন্ন ধর্মী খুশিদের আসর।

এবার পুরস্কারে প্রদানের পালা। ক বিভাগে (বিদ্যাসাগর)-এ অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান পেয়েছে দীপ মিত্র, দিশা ভুঁইয়া, ঈশানী ঘোষ, সুমন দাস এবং পৌলমী দত্ত। খ-বিভাগ (নেতাজি)-তে পুরস্কার প্রাপকরা হলেন যথাক্রমে দিব্যেন্দু কবাক, বৃষ্টি ঘোষ, অরিত্রিকা আদি, অলিক বেরা ও রূপম পাল, গ বিভাগে (বিবেকানন্দ)-তে জয়ীরা হলেন চৈতালি দেব, চন্দ্রিমা রায়, সৌরজিৎ চক্রবর্তী, অনিল কুমার দে, শফিকুল ইসলাম এবং বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সুজন বিশ্বাসকে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জয়ীরা হলেন সুব্রত কৃষ্ণ পাল, জাহ্নবী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবযানী চক্রবর্তী, তৃপ্তি দাস এবং পৌলমী ঘোষ। প্রতিযোগিতার মঞ্চেই সেবাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অধ্যাপক অশোক পালিতকে। সংবর্ধনা গ্রহণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অশোক পালিত। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় রাত ৯ টায়।

বিবাহ বাসরে থ্যালাসেমিয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিয়ে বাড়িতে মূল এবং একমাত্র প্রধান অনুষ্ঠান থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা এবং আলোচনা সভা। টিপুকি-কুটি-র কোন দরকার পড়েনি। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক লক্ষণচন্দ্র বেরার সচেতনতার নিদর্শন সকলকে অবাক করেছে। সম্প্রতি মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে হবু জামাই এবং মেয়ের রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট হাতে নিয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকেছেন আমন্ত্রিতরা সকলে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা এবং স্থানীয় বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মকর্তারা। বিয়ে বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার আগেই সকলে মন দিয়ে শুনলেন থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা, স্বামী-স্ত্রীর থ্যালাসেমিয়া থাকলে কি বিপদ হতে পারে? আলোচনায় উঠে এল পাত্র-পাত্রীর থ্যালাসেমিয়া থাকলে, সেই বিয়ে না হওয়াটাই শ্রেয়। কিন্তু বিষয়টি যদি বর্জিত করা না যায়, তাহলে কি কি করা উচিত? বিয়ের কার্ডের সাথে একটি করে লিফলেটও বিলি করেছেন শিক্ষক লক্ষণচন্দ্র বেরা। এই উদ্যোগের কথা জানতে পেরে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ওই শিক্ষককে সাধুবাদ জানিয়েছেন। পাত্র অধ্যাপক রবীন বিশ্বাস এবং পাত্রী সুনীতা বিষয়টিকে ভালভাবেই নিয়েছেন। শুধু আলোচনা সভা নয় বিয়ে বাড়িতে রক্তদান অনুষ্ঠানও করেন লক্ষণবাবু। অতীতে প্রচার করার জন্য অনেকের কাছ থেকে সমালোচনা শুনেছেন এই শিক্ষক। মেয়ের বাড়িতে সেই অনুষ্ঠান করে তিনিই এখন সকলের কাছে ভালবাসার লোক হয়ে উঠেছেন। আমন্ত্রিতরা জানান, যেমন ভুরিভোজ হয়েছে, তেমনি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এই অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে। এটাই আমাদের কাছে পরম পাওনা।

এক পলকে রাজ্য

জলে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি-পুরসভার পানীয় জলের নমুনায় পাওয়া গেছে কলিফর্ম ব্যাক্টেরিয়া। পুর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি মানতে চাইছেন না। যদিও তাঁরা কলকাতার পেটের অসুখ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

অমিতাভকে ডি লিট

নিজস্ব প্রতিনিধি-অমিতাভ বচ্চনকে সাম্মানিক ডি লিট দিচ্ছে রবীন্দ্রভারতী। এই তালিকায় রয়েছেন মহাশ্বেতা দেব সেন, যতীন দাস এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাবর্তন ৮ মে।

ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যকে গোপন রেখে কলকাতা থেকে সি জি সি সদর দপ্তর সরিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখতে বলা হয়েছে।

নতুন পথ

নিজস্ব প্রতিনিধি- দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উদ্বোধন হতে চলেছে ৪.৫ কিমি লম্বা পার্কস্ট্রীট উড়াল পুল। এর ফলে মোমিনপুর থেকে আলিপুরের দূরত্ব দেড় ঘন্টা থেকে কমে ১৫ মিনিট হবে।

ময়লা থেকে আয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাড়িতে জমা জল থাকলে নোটিশ দেবে কলকাতা পুরসভা। তাতেও কাজ না হলে বাড়ির মালিককে জরিমানা দিতে হবে। ন্যূনতম এক হাজার, সর্বাধিক এক লাখ টাকা।

ভাঙছে রেওয়াজ

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবছর আর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে হচ্ছে না বসন্ত উৎসব। এর বদলে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে এই অনুষ্ঠান হবে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মূল ক্যাম্পাসে জায়গার অভাব।

বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশের বৃহত্তম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে। রাজ্যে আরও দুটি প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।

এখানে - ওখানে

চৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা

'সনাতন ধর্মে মানবিকতা' প্রসঙ্গে গৌড়ীয় মিশনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে গৌড়ীয় মিশন-এর উদ্যোগে মহাপ্রভুর পাঁচশ বত্রিশ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী চৈতন্য জন্মোৎসব মেলা অনুষ্ঠিত হল। ৬ ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রনে ধর্মসম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে সনাতন ধর্মের অবদান। মানবিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সনাতন ধর্মে সেই মানবিকতার সম্পর্কের ওপর জোর দেন সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মঠ ও আশ্রমের প্রধানরা। এদের মধ্যে শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, অধ্যক্ষ প্রেমমন্দির আশ্রম রিষড়া, শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ সরস্বতী, অধ্যাক্ষ শ্রীগুরু সংঘ নাকতলা সহ প্রমুখ এই ধর্মসম্মেলনে ভাষণ দেন।

'আলোর সন্ধান'-এর নেতাজি স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতিবারের ন্যায় এবারও উত্তর কলকাতার আলোর সন্ধানের উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন অনুষ্ঠিত হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনকে সামনে রেখে আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অরুণ দাস, সীমা চক্রবর্তী, নিখিল দাস, অনিন্দ্য দত্ত, বিশ্বরূপ মিত্র, ইমতেয়াজ আলম এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, 'আজকের যুব সমাজকে নেতাজির আদর্শে দীক্ষিত হতে হবে।

আহান-এর চলচ্চিত্র উৎসব

আহান-এর উদ্যোগে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যমগ্রামে আহান-এর উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি নজরুল শতবার্ষিকী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য্য, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যসহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে পড়াশুনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগকে প্রতিহত করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে থ্যালাসেমিয়াকে প্রতিহত করতে হবে।

পদার্পণ দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি-শিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে স্বামীজি বিশ্বের দরবারে ভারতকে শ্রেষ্ঠ স্থানে বসিয়েছিলেন। সেই দিনটিকে স্মরণ করে রাখতে আলমবাজার মঠের উদ্যোগে স্বামী বিবেকান্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন কমিটি প্রতিবারের মতো এবারও স্বামী বিবেকানন্দের ১২২তম কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও আলমবাজার মঠে পদার্পণ দিবস উদ্‌যাপন করে। ১৮৯০ সালের বরাহনগর মঠের জীর্ণ বাড়ি থেকে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমায় বের হন। এরপর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাড়ি দেন আমেরিকায়। বিশ্ব মহা ধর্মসম্মেলন শেষ করে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ রাতে স্বামীজি জাহাজে বজবজে পৌঁছান। পরদিন বিশেষ ট্রেনে বজবজ থেকে আসেন শিয়ালদহে। শিয়ালদহ থেকে আলমবাজার মঠে আসেন। এই দিনটিকে জাগ্রত করে রাখতে আলমবাজার মঠের উদ্যোগে এক বিশাল র‍্যালি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু করে শ্যামবাজার হয়ে আলমবাজার পৌঁছায়। যাত্রাপথে র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন। হাতিবাগানের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আলমবাজার মঠের সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিশাল সুসজ্জিত র‍্যালি বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করতে করতে এগিয়ে চলে আলমবাজার মঠে।

(ছবি ৮-এর পাতায়)

নববিকাশের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি- সাতাশে জানুয়ারি শ্যামবাজার নববিকাশ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে ছিল যথেষ্ট উৎসাহ। রক্তদান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, প্রদীপ রক্ষিত এবং ডাক্তার পবিত্র সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি রতনচাঁদ লাখোটিয়া এবং সঞ্জীব আচার্য্যসহ প্রমুখ বক্তাগণ।

প্রজাতন্ত্র দিবসে তরুণ তীর্থ ক্লাব

প্রজাতন্ত্র দিবসে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহা সমারোহে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করল তরুণ তীর্থ ক্লাব। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রবন্ধ রায়, কাজল সরকার এবং কল্যাণ সেন বরাটসহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে এলাকার দুঃস্থ ও গরীব ছাত্রদের হাতে লেখাপড়ার সামগ্রী তুলে দেন ক্লাবের কর্মকর্তারা।

ছাত্রদের বই-খাতা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-আহিরীটোলা কোরক-এর উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে ২৮ জানুয়ারি এলাকার সমস্ত দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে লেখাপড়ার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিটি কেবল-এর কর্ণধার তিনকড়ি দত্ত, সেরাম থ্যালা-সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন-এর সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যসহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ছবি ৮-এর পাতায়

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। শিবিরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যসহ বিভিন্ন বক্তাগণ। থ্যালাসেমিয়া প্রতিহত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা) ২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৪৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৮৪৪৩২২
সিটি পয়েন্ট-২৫৬৪১১৩
জনকল্যাণ-২৮৬৭৫০১২
হেল্থ কেয়ার-২৪১৬৪৬৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৩৮৫
লোকনাথ-২৩৭২৭৬৩
লাইফ কেয়ার-২৫৭৮৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৪৭৮১০
আনন্দময়ী-২৬৬৪৭২৯৪
রিলিফ-২২৮৯৭৩৩২
পেলিকান-৯৪৩২৭৬৯২৫
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৮৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৪২৭৭৫
নার্সেস অ্যাসো.-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৬৫৭২৬৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উন্নয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
ওয়ার্ড-২৪৭৫৪৩২০
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৫৩৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৫৭৪৯৭৩৮
কুমারটুলি ইনস-২৫৩০৫৫৭১
তালতলা পিপল-২২৬৫৩২৩৯
রাজীব গাঁধী-২৪৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৫৬৭৪৯
এমার কোয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা
কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

হ্যাঁ আমরা এগোচ্ছি লক্ষ্য পূরণের দিকে। আমরা চেয়েছিলাম চিকিৎসা পরিষেবাকে পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে। সময় বলবে আমাদের সাফল্যের কথা। এই মুহূর্তে পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র সিরাম। আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-ই আমাদের চালিকাশক্তি। আমরা আগামী দিনে এই চিকিৎসা ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে চাই। আর সর্বাধুনিক রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে চাই। আপনার সাথে আছেন। আমরা পারবই।
©SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1,Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web : www.serumanalysiscentre.com

যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির

দুটি ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-টালিগঞ্জের বিভূতি এবং অভিযান ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। এই শিবিরে এলাকার বহু মানুষ রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চাঁদরতন খেমকা, তপন কুমার দে, অরূপ ব্যানার্জি, তুহিন পাল এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া প্রতিহত করার জন্য বাহক রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্য্য।

নামে আপত্তি

গ্রিস-ম্যাসিডোনিয়া নামটি নিয়ে বিবাদ চলছে কয়েক বছর ধরে। একদিকে ম্যাসিডোনিয়া গ্রিসের একটি ইতিহাস বিখ্যাত এলাকা। অন্যদিকে, লাগোয়া একটি দেশও রয়েছে একই নামে। গ্রিস সরকার অবিলম্বে এই বিরোধ মেটাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। ম্যাসিডোনিয়াকে তাদের প্রস্তাব দেশের নামের শব্দটা থাকুক, কিন্তু সেটা যে গ্রিসের ম্যাসিডোনিয়া নয়, সেটা পরিষ্কার উল্লেখ থাকুক। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে হাজার হাজার গ্রিক এথেন্সের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান।

জঙ্গি হাফিজ/বলল পাকিস্তান

লাহোর-বিশ্বব্যাপী চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদ ও তার সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিল পাকিস্তান। শুধু হাফিজ নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী ও নিষিদ্ধ সবকটি জঙ্গি সংগঠনের উপরেই পাক সরকার তাদের 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন' অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে।

বার্ড ফ্লু

লন্ডন-বাকিংহাম প্যালেসে রাজ হাঁসদের মধ্যে মড়ক লেগেছে। ইতিমধ্যেই কুড়িটিরও বেশি রাজহাঁস মারা গেছে। আরও অনেক হাঁসের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। রাজহাঁসের এই মড়কে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন রানি।

পুরানো সভ্যতার খোঁজ

গুয়াতেমালা সিটি-ঘন জঙ্গলে ঘেরা দেশটি। জঙ্গলের বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে না তার ভেতরে রয়েছে অনেক রহস্য। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গুয়াতেমালার ঘন অরণ্য জুড়ে মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। 'মায়া'-মানুষদের উন্নত জীবনযাত্রা, নগর পরিকল্পনা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইংলন্ডের বেশ কিছু এলাকা জুড়ে বাস করতেন মায়া মানুষেরা। উত্তর গুয়াতেমালায় ৬০ হাজার মায়া সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের খোঁজ মিলেছে।

অচলাবস্থা মলদ্বীপে

মলদ্বীপ-৫ ফেব্রুয়ারী মাঝরাতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। ঠিক তারপরেই গ্রেপ্তার হন মলদ্বীপের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবদুল্লা সইদ। প্রেসিডেন্ট আবদুল্লা ইয়ামিনের দাবি, কোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছে।

শ্বশুর-শাশুড়ি

ওয়াশিংটন-অভিবাসন নীতির কড়া সমালোচক স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই নীতিকে নির্ভর করেই আমেরিকাতে পাকাপাকিভাবে থাকার ছাড়পত্র পেলেন ট্রাম্পের শ্বশুর ও শাশুড়ি। তাঁরা স্লোভেনিয়ার বাসিন্দা।

রেকর্ড হাঁটা

পেনসিলভ্যানিয়া-মহাকাশে অ্যান্টেনা ঠিক করতে গিয়েছিলেন কম্যান্ডার আলেকজান্ডার মেসুরকিন এবং ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আন্তন স্কপ্লেরভ নামে দুই মহাকাশচারী। কাজের জন্য তাঁরা মহাকাশে ৮ ঘন্টা ১৩ মিনিট ধরে হাঁটেন। নিজেদের অজান্তেই নিজেদের পুরানো রেকর্ড ভেঙে ফেলেন তাঁরা। আগের রেকর্ড ছিল ৮ ঘন্টা ৭ মিনিট। নাসা জানিয়েছে অ্যান্টেনার সিস্টেমটি এখন ঠিকমতো কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে নাসা এদের দুজনকেই পাঠাবে মহাকাশে।

সাগরপারের

টুকিটাকি

জুমার অপসারণ

জোহানেসবার্গ-দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জেকব জুমাকে গদি ছাড়ার নির্দেশ দিল শাসক দল আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেস। অবশ্য এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়নি দল। দলের সেক্রেটারি জেনারেল আসে মেগাশুলে বলেন, 'জুমা আরো ছ'মাস সময় চেয়েছেন।

ইস্তফা প্রধানের

ওয়াশিংটন-মার্চের মাঝামাঝি অবসর নেওয়ার কথা ছিল। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রতি একেবারেই সন্তুষ্ট নন। ফলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চাকরিতে ইস্তফা দিলেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অ্যান্ড্রু ম্যাকাবে।

চোখে কৃমি

নিউইয়র্ক-ছাব্বিশ বছরের তরুণী অ্যাবি বেকলির একটি চোখে হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখ ঘসবার সময় মনি থেকে একটা সুতোর মতো জিনিস বার করে আনে বেকলি। ছুটে যান ডাক্তারের কাছে। ডাক্তাররা ওরকম ১৪টি সুতো বেকলির চোখ থেকে বার করার পর সুস্থ হন তিনি।

বুকের দুধ ফেরি

শেনজেন-নিজের অসুস্থ শিশুর প্রাণ বাঁচাতে চিনের শেনজেনের মতো ব্যস্ত শহরের রাস্তায় নিজের বুকের দুধ সামান্য দামে বিক্রি করছেন শিশুর মা। শেনজেন শহরের একটি হাসপাতালে ওই মহিলার যমজ সন্তানের একটি ভর্তি রয়েছে। ওই শিশুটিকে বাঁচাতে প্রয়োজন ১ লক্ষ ইউয়ান, ভারতীয় মূল্যে যা ১০ লক্ষ টাকার বেশি। সেই টাকা জোগাড় করবার জন্যই এই পথ ধরেছেন শিশুর মা, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামীও। বুকের দুধ বিক্রি করা এখন কোন নতুন ঘটনা নয়। অনেক দেশেই এখন মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে।

খুদের চিঠি

টাউনভিল-লেটার বক্স খুলে চমকে উঠেছিলেন ছোট্ট এভা অলসেন-এর মা মেরি অলসেন। মুখ বন্ধকরা খামের বাঁদিকে ছোট করে লেখা 'দ্য হোয়াইট হাউস।' এভার স্কুলে খেলার মাঠে ঢুকে ১৪ বছরের এক ছাত্র গুলি চালাতে শুরু করে। সেই গুলিতে ছ'বছরের জেকব হলের বুক ফুঁড়ে যায়। সে মারা যায়। ওই জেকবকে ভালোবাসত এভা অলসেন। মনের দুঃখে সে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখে জানান, শিশুদের বন্দুকের হাত থেকে বাঁচান।'

ট্রেন দুর্ঘটনা

ওয়াশিংটন-মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে বেলাইন হল আমেরিকার একটি যাত্রীবাহী ট্রেন। সাউথ ক্যারোলাইনার কেস-এ ৩ ফেব্রুয়ারির গভীর রাতে এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুজন যাত্রীর, আহত হয়েছেন প্রায় ১১৬ জন। 'অ্যামট্রাক' সংস্থার ওই ট্রেনটি ১৩৯ জন যাত্রী নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে মায়ামি যাচ্ছিল।

ডারউইনের চিঠি

লন্ডন-ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি নিলামে উঠেছে। ১৮৮১ সালের ২০ অক্টোবর তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে ডারউইনকে চিঠি লিখেছিলেন কানাডার কৃষক জুলিয়াস ফ্রাজেল গালবারিথ। ১১ নভেম্বরে সেই চিঠির উত্তর দেন ডারউইন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ মাম্পস সম্বন্ধে জানতে চাই?

সঞ্জনা রায়, হাওড়া

উঃ মাম্পস হল একটি অসুখ। যা এক রকমের ভাইরাস থেকে হয় এবং এই অসুখে একটি বা উভয় প্যারোটিড গ্রন্থি (parotid gland), ফুলে ওঠে। এখন এই রোগ অনেক কম হয়। যেহেতু এখন প্রায় সবাইকেই ছোটো বেলায় ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। যদিও এই রোগ ছোটোদের বেশি হয়, অনেক বড়রাও আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগ হলে সাধারণত আর হয় না। এই রোগ ছোঁয়াচে এবং আক্রান্তের মুখ ও শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে ছড়ায়, কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে যথাসম্ভব সাবধানে থাকাই ভাল।

জ্বর, শরীর ব্যথা করা, খিদে না পাওয়া, শরীর খারাপ লাগা, এইসব নিয়ে এই রোগ শুরু হয়। এরপর মুখের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডও কখনও সাবলিঙ্গুয়াল ও সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড ফুলে উঠে ব্যথা হয়। দুদিকেই ফোলা হতে পারে। সাধারণতঃ কানে ব্যথা হয় এবং খেতে ও কথা বলতে কষ্ট হয়। কিছুদিন পর ফোলা আস্তে আস্তে কমে যায়।

বড়দের অর্কাইটিস (Orchitis), অর্থাৎ শুক্রাশয়ের প্রদাহ হতে পারে। কখনো বা ডিম্বাশয়ের প্রদাহ বা উফোরাইটিস (oophoritis) হতে পারে।

মেনিনজাইটিস, প্যান ক্রিয়াটাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস, আর্থ্রারাইটিস প্রভৃতি হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় মাম্পস হলে অসুবিধা হতে পারে, সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

লালাতে (saliva) মাম্পস ভাইরাস পরীক্ষা করা যেতে পারে। সেরোলজিক পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যান্টিঅ্যান্টিবডির টাইটার দেখা যায়।

এই রোগের চিকিৎসায় ব্যথা কমানোর ওষুধ এবং গরম বা ঠান্ডা কমপ্রেস করলে আরাম হয়। নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই।

টীকা (vaccine) হল এই রোগের প্রতিরোধের উপায়। ছোটোবেলাতে, এবং কিছু ক্ষেত্রে বড়দের এই টীকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সাধারণতঃ হাম (Measles) ও রুবেলা (Rubelia) ভ্যাক্সিনের সঙ্গে এই ভ্যাক্সিন (MMR Vaccine) দেওয়া হয়। আশা করা যায় যে, যথাযথ টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগ প্রায় নির্মূল করা যাবে।

প্রঃ ব্যথার ওষুধ আমরা প্রায়ই খাই। শরীরের যে কোন জায়গায় ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ খাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। শুনেছি এই সব ওষুধ থেকে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে একটু জানালে ভালো হয়।

ঋষি ব্যানার্জি, বালিগঞ্জ

উঃ আমাদের এখানে যে কোনও ওষুধই খুব সহজে দোকানে পাওয়া যায়। কাজেই ব্যথা হলেই অনেকেই চটজলদি উপশমের জন্য ব্যথার ওষুধ (Analgesic) খেয়ে নেন।

আবার, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার (Chronic Plan) জন্য, যেমন বাতের ব্যথার জন্য, অনেকে নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যেতে থাকেন, অনেক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই। এ হল খুবই বিপজ্জনক অভ্যাস। এর থেকে নানা সমস্যা হতে পারে।

অনেক রকমের ব্যথার ওষুধ আছে, যেমন অ্যাসপিরিন ও ম্যালিসাইলেটস, ডাইক্লোফেন্যাক, অ্যাসিক্লোফেনাক, আইবুপ্রোফেন, ইন্ডোমেথাসিন, ফিনাইলবুটাজোন, ইটরিকক্সিব প্রভৃতি। প্যারাসিটামল, যা সাধারণতঃ জ্বর হলে আমরা খাই, যা কিছুটা ব্যথা কমায়, এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ওপিওয়েড অ্যানালজেসিক (opioid analgemic) দেওয়া হয়।

ট্রামাডোল (Tramadol) হল, একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যথার ওষুধ।

এগুলি কাজ করে কক্স ১ (cox-1) ও কক্স-২ (cox-2) নামক এনজাইমকে বাধা দিয়ে, ফলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ও থ্রম্বোক্সেন নামক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি ব্যাহত হয়, এবং ব্যথা কমে যায়।

এই সব ওষুধ থেকে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, পেটে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, মাথাব্যথা, প্রস্রাব লাল হওয়া প্রভৃতি হতে পারে। রেনাল ফেলিওর বা হেপাটাইটিস হতে পারে কখনও কখনও। আবার গ্যাস্ট্রাইটিস বা পেপটিক আলসার হতে পারে। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস (Metabolis Acidosis), খিঁচুনি (seizures), কোমা (coma) প্রভৃতি হতে পারে। অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হতে পারে। চিকিৎসা করা হয় অ্যাকটিভেটেড চারকোল (Altivated Charcoal) দিয়ে। এছাড়াও ডাইউরেটিক ওষুধ (diuretics) ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিডোসিস হলে তার চিকিৎসা করতে হয়। রেনাল ফেলিওর হলে ডায়ালিসিস করতে হতে পারে। গ্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার হলে তারও চিকিৎসা করতে হয়। এন্ডোস্কোপি করার দরকার হতে পারে। অ্যালার্জি হলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

সুতরাং ব্যথার ওষুধ খুব বুঝে শুনে খেতে হবে, এবং অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। দীর্ঘদিন এইসব ওষুধ না খাওয়াই উচিত।

প্রঃ আমার অনেকদিন ধরেই অল্প জন্ডিস থাকে। ডাক্তার বলছেন এটা নাকি গিলবার্টস সিনড্রোম। এই অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উঃ জন্ডিস বা বিলিরুবিন রক্তে বেশী থাকলেই সবার একটা ভয় থাকে, কিন্তু গিলবার্ট'স সিনড্রোমে (Gilbert's Syndrome) রক্তে অল্প বিলিরুবিন বেশি সবসময়ই থাকে। সাধারণতঃ বিলিরুবিন তিন-এ আশেপাশে থাকে, তবে কিছু কমবেশি হতে পারে। কখনো আবার বিলিরুবিন স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসতে পারে।

এটি ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। চাপ (stress), অবসাদ (Fatigue), অসুস্থতা, অ্যালকোহলের ব্যবহার, কম বা বেশি ক্যালরি গ্রহণ করা প্রভৃতির কারণে বিলিরুবিন বাড়তে পারে।

এক্ষেত্রে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কাজেই কোন চিকিৎসারও দরকার পড়ে না।

প্রঃ গলস্টোন হলে কি অপারেশন করতেই হয়? এর কি কোন ওষুধ নেই?

শুভ্রা ব্যানার্জি, ভবানীপুর

উঃ গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথর হলে সাধারণতঃ অপারেশন করতেই হয়। কিছু ক্ষেত্রে আরসোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড (ursodeoxycholic acid or udca) খাওয়ালে গলস্টোন ছোট হয়ে বা মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা খুব অল্প ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়, তাছাড়া গলস্টোন আবার ফিরে আসতে পারে। তাই এই চিকিৎসা খুব একটা জনপ্রিয় নয়।

কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন এত জরুরি নয়, যেমন, যদি ব্যথা বা অন্য কোন উপসর্গ না থাকে। খুব বড় গলস্টোন হলে বা গলব্লাডারের অস্বাভাবিকতা থাকলে অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভাল।

এখন বড় করে না কেটে ছোট ছোট ফুটো করেই অপারেশন করে নেওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্য বাজেট : কিছু অসঙ্গতি

সম্প্রতি কেন্দ্রিয় বাজেটে নাগরিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিমা নিয়ে কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে। এই ঘোষণার বাস্তবতা নিয়ে দেশের নাগরিকদের মধ্যে এখন অনেক প্রশ্ন। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার জন্য দেশের দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে। এই কেন্দ্রগুলোতে বিনে পয়সায় চিকিৎসা, ওষুধ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা পাওয়া যাবে। দশ কোটি পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার সুরক্ষা পেতে হলে বিমার প্রিমিয়ামের জন্য প্রয়োজন দশ হাজার কোটি টাকা। অথচ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র দু হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার কেন্দ্র ও রাজ্যের ভাগ রয়েছে। ইদানীং দুটি নতুন শব্দ স্বাস্থ্যবিমার কল্যাণে আবির্ভূত হয়েছে। 'মোদী কেয়ার' এবং 'জুমলা'। তাহলে 'মোদীকেয়ার' কি জুমলা? স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করতে, বারশো কোটি টাকা বরাদ্দ। কেন্দ্র পিছু পড়ছে আট লক্ষ টাকা। এবিষয়ে কর্পোরেট সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে। সরকারের ঘাটতি কেন অন্যে পুরণ করবে? স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া কি কেন্দ্রের কর্তব্য নয়? ফলে স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে প্রচারের গরু এবার গাছে উঠবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমার শুরু ২০০৮ সালে। লক্ষ্য ছিল গরীবদের সুরক্ষা দেওয়া। বিমার পরিমাণ ত্রিশ হাজার টাকা থেকে পাঁচ লক্ষ হয়েছে। বিমার টাকা বাড়ানো হলেই কি গরীবদের চিকিৎসা সমস্যা মিটে যাবে? গরীব মানুষের চিকিৎসার ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিমা শুধু হাসপাতালে রোগি ভর্তির খরচ বহন করে। বাকি সব দেয় রোগিরা। আগে বিমার টাকা নেওয়ার জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলি অকারণ অস্ত্রোপচার করত। বিশেষ করে চোখের ছানি, জরায়ু, হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের হার অনেক বেশি। অসাধু চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের কব্জায় পড়ে বহুক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতেরোগিদের নিয়ে যেসব অব্যবস্থাগুলো চলে তা অবর্ণনীয়। বিশেষ করে দুঃস্থ এবং গরীব রোগি হলে তো কথাই নেই। চিকিৎসা বিমার কথা শুনলেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীদের সঙ্গে একটু 'অন্য রকমের' ব্যবহার করে। সেকারণেই গরীবদের চিকিৎসার প্রতিটি ক্ষেত্রকেই বিনে পয়সার আওতায় এনে সুরক্ষা দেওয়া কেন্দ্রের কর্তব্য। বিমা প্রকল্পটিকে আরও জনহিতকর করার চেষ্টা করা উচিত। ছোট্ট দেশ ভিয়েতনাম যদি আউটডোর চিকিৎসাকে বিমার অধীনে আনতে পারে এবং রোগির আর্থিক অনটন ঘোচাতে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়, তবে ভারত পিছিয়ে কেন?

ভাব ও শব্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

একটা ভাব ও একটী শব্দে পরস্পর সম্বন্ধ কি? আমরা যদিও দেখিতে পাই যে, একটী ভাবের সহিত একটী শব্দের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তথাপি একই প্রকার শব্দ দ্বারাই যে একই প্রকার ভাব প্রকাশ হইবে, তাহা নহে। কুড়িটী বিভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য এক একটী শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই শব্দগুলি যে এক প্রকার উচ্চারণ-বিশিষ্ট হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করিবে। সেইজন্য পতঞ্জলির ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমনীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাইতেছে না।' এই সমস্ত শব্দ বিভিন্ন বিভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, বলা যায়, তাহা না হইলে সে বাচক শব্দ কখনই সর্ব্ব সাধারণে সমুদয় সংস্কার-সমষ্টিই আমাদের মনোমধ্যে অবস্থিত আছে। সংস্কারগুলি মনের মধ্যে বাস করে, তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষমানুসূক্ষম হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি উহারা মনের মধ্যে নিবাস করে, উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেও, তখন উহাদের বিকাশ হয়। তখন উহারা পরিস্ফুট আকার ধারণ করে।

কাজী নজরুল ইসলাম-বাঁশি তার কোথায় বাজে। বাজে মোর দহন-জ্বালায়, বাজে মোর ব্যথার মাঝে, কোথায় বাজে, কোথায় বাজে!

সুকুমার রায়-ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ করে, ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক করে।

জীবনানন্দ দাশ—কাল তবু হয়তো আগামী কাল। তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য সোনার ফসল মিথ্যা নয়।

মাসতামামি

১ মার্চ — ভারতে প্রথম ইস্পাত কারখানা টিসকো স্থাপিত ১৯০৮।
'পথের দাবি' থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৩৯
২ মার্চ — উত্তর ভিয়েতনামে প্রেসিডেন্ট হিসেবে হো চি মিন নির্বাচিত ১৯৪৬।
৩ মার্চ — টেলিফোন-এর আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেল-এর জন্ম ১৮৪৭।
৪ মার্চ — প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হল দিল্লিতে ১৯৫০।
কলকাতায় ব্রিটিশ শাসনে প্রথম মহিলা কলেজ স্থাপন ১৮৭৯
৫ মার্চ — গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদন ১৯৩১।
জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া স্থাপিত ১৮৫১।
ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজকে কলকাতায় অর্ভ্যথনা ২০০৫।
কলকাতায় বেথুন কলেজ স্থাপিত ১৯০৭।
৬ মার্চ — ইতালিতে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর জন্ম ১৪৭৫।
জোড়াসাঁকোতে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ১৯১৫।
৭ মার্চ — কেপলার-এর নামে মহাকাশ নিরীক্ষা কেন্দ্র চালু করল নাসা ২০০৯।
তৃতীয় পেশোয়ার চক্রান্ত নিয়ে মামলা শুরু ১৯২৩।
৮ মার্চ — বিশ্ব মহিলা দিবস।
কেপলার গ্রহের গতি নিয়ে তৃতীয় সূত্রের আবিষ্কার করলেন ১৬১৮।
৯ মার্চ — প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন এর মহাকাশে পদার্পণ ১৯৩৪।
লবণ সত্যাগ্রহ নিয়ে ডান্ডি মার্চ ১৯৩১।
টোকিওতে আমেরিকার বোমাবর্ষণ ১৯৪৫।
১০ মার্চ — টেলিফোনে প্রথম কথা বলা আবিষ্কার করলেন গ্রাহামবেল ১৮৭৬।
সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হল প্রথমবার ১৯২২।
১১ মার্চ — বেঙ্গল ন্যাশানাল এডুকেশন সোসাইটি স্থাপিত ১৯০৬।
চিত্তরঞ্জন লোকামোটিভ কারখানা স্থাপিত ১৯৬৩।
১২ মার্চ — মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, তুর্কির প্রথম প্রেসিডেন্টের জন্ম ১৮৮১।
সাহিত্য আকাদেমি চালু ১৯৫৪।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম ১৮২০।
১৩ মার্চ — ওস্তাদ বিলায়েত খানের প্রয়ান ২০০৪।
গ্লুটোর আবিষ্কার ১৯৩০।
বি ই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নীত ১৯৯৩।
১৪ মার্চ — অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯।
ভারতে প্রথম সবাক চিত্র আলম আরার মুক্তি মুম্বইতে ১৯৩১।
গোয়ার স্বাধীনতা ১৯৬২।
১৫ মার্চ — লেডি রানু মুখার্জির প্রয়াণ ২০০০।
১৬ মার্চ — মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা ভিয়েতনামে মাইলাই চক্রান্ত ১৯৬৮।
পানামা খাল নিয়ে সার্বজনীন চুক্তি করল আমেরিকা ১৯৭৮।
১৭ মার্চ — ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্থাপিত ১৯২১।
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান-এর জন্ম ১৯২০।
মসলিন শিল্পীদের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে নেওয়া শুরু ব্রিটিশ শাসকদের ১৭৬৯।
১৮ মার্চ — রামমোহন লাইব্রেরি স্থাপিত ১৯০৫।
ভারতের প্রতিরক্ষা আইন-এর স্বীকৃতি ১৯১৫।
ভাওয়াল চুক্তি চালু ১৯১৯।
১৯ মার্চ — আফ্রিকার আবিষ্কারক ডেভিড লিভিং স্টোন-এর জন্ম ১৮১৩।
ইরাকের ওপর মার্কিন আক্রমণ শুরু ২০০৩।
২০ মার্চ — ভগৎ সিং-এর ফাঁসি ১৯৩১।
আইনস্টাইনের 'জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' প্রকাশ ১৯১৬।
২১ মার্চ — বিশ্ব কবিতা দিবস।
ভারতে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা এবং সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৭৭।
ওস্তাদ বিসমিল্লা খান-এর জন্ম ১৯১৬।
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বীকৃতি ১৯২১।
কলকাতায় প্রথম সরকারি গ্রন্থাগার চালু ১৮৩৬।
২২ মার্চ — মিশরে আরব লিগ-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৪৬।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ১৭৯৩।
বিশ্ব জল দিবস।
২৩ মার্চ — পাকিস্তানকে নিয়ে মুসলিম লিগ-এর সিদ্ধান্ত ১৯৪০।
আন্দামান দখল করল জাপান ১৯৪২।
পাকিস্তান মুসলিম প্রজাতন্ত্র হল ১৯৫৬।
২৪ মার্চ — কলকাতা থেকে আগ্রা টেলিগ্রাফ চালু ১৮৫৫।
অনুশীলন সমিতির জন্ম ১৯০২।
২৫ মার্চ — বিশ্ব কবির নোবেল পদক চুরি ২০০৪।
২৬ মার্চ — প্যারিস কমিউনের নির্বাচন ১৮৭১।
বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন ১৯৭২।
২৭ মার্চ — এক্স-রে-র আবিষ্কারক বোয়েট জেন-এর জন্ম ১৮৪৫।
২৮ মার্চ — ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম ১৮৬৮।
কলকাতায় ইয়াসের আরাফতকে সম্বর্ধনা ১৯৯০।
কলকাতা থেকে পালিয়ে সুভাষ বোস-এর বার্লিনে পদার্পণ ১৯৪১।
২৯ মার্চ — ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের স্থান হিসেবে ব্যারাকপুরকে স্বীকৃতি ১৮৫৭।
উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯।
৩০ মার্চ — সত্যজিত রায় অস্কার সম্মানে ভূষিত ১৯৯২।
৩১ মার্চ — কলকাতার জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেল পদ সৃষ্টি ১৭৭৪।
ব্রাজিলে মিলিটারি অভ্যুত্থান ১৯৬৪।

জলাভূমি হত্যা করে বিপদে শহরজীবন

পারিজাত বোস

কিছুদিন আগেই অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি ছিল বিশ্ব জলাভূমি দিবস। প্রতি বছর আসে আর যায়। মাটির নিচে যে জলের আঁধার রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী হচ্ছে জলাভূমি। অথচ সারা দেশ জুড়ে অবলীলায় বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে কত জলাভূমি তার কোনো হিসেব নেই।

জলাভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র। যাকে বাঁচানো উচিত সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তার প্রতি করা হচ্ছে চরম অবহেলা। জলাভূমি ভূগর্ভস্থ জলের প্রধান উৎস, বন্যা ধরে রাখার পাত্র, খাদ্য সরবরাহকারী এবং গরীব মানুষের আয়ের উৎস। আমাদের রাজ্যে সুন্দরবনে মানুষ যায় বাঘ দেখতে। ওটাকে বাঘের পাড়া বলে লোকে। অথচ ওই সুন্দরবনের বাধা বনগুলো কত ঝড়-ঝাপটাকে বুকে আগলে রেখে মানুষকে বাঁচায় তার হিসেব কেউ রাখে না। জলাভূমিতে রাজনীতি ততটা প্রকট নয় কারণ ভোটের খদ্দের কম। ফলে রাজনীতির খেলোয়াড়রা অন্য ময়দানে খেলাধূলা করেন। এরাই আবার জলাভূমি দিবসে মঞ্চে উঠে কত দুঃখ করেন। সাধারণ মানুষ অবশ্য তাতে আমল দেন না।

এবারের বিশ্ব জলাভূমি দিবসের বিষয়বস্তু ছিল শহর সংলগ্ন জলাভূমি। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ এই ধরনের জলাভূমির ওপর চাপ অনেক বেশি। নগরায়ন করতে হলে তো কংক্রিটায়নের কাজ বাড়বে। চাপ রয়েছে স্মার্ট সিটি নির্মাতাদের, সরকারি স্তরে রাস্তা ও উড়ালপুল বানানোর জন্য উদ্যোগ। আমরা কতটা দ্রুত শহর এবং শহর সংলগ্ন জলাভূমি শেষ করে দিচ্ছি তার হিসেব করা খুব সোজা কাজ। উন্নত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে কংক্রিটায়নের রথ। কত বিশেষজ্ঞ এলেন আর গেলেন কিন্তু কেউই এই জলাভূমি সংরক্ষণ করা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। যেমন ছাত্র আর তেমন মাস্টার-দুজনেই সুবিধাভোগী। একটা হিসেবও রয়েছে। ১৯৮৬ সালে সাত বছর ধরে একটা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল পূর্ব

কলকাতার জলাভূমি নিয়ে। সেই সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ ১৪৭ টন সবজি উৎপন্ন হয় ধাপার চাষ থেকে। এর প্রত্যেকটা অংশই জলাভূমি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গত ত্রিশ বছরে ডক্টরেট করেছেন বেশ কয়েকজন। অথচ তাদের একজনও ফের ওই জলাভূমি জরিপ করলেন না এবং তাঁদের গাইড শিক্ষকরাও ছাত্রদের দিয়ে এই কাজটা করালেন না।

সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহ একেবারে নেই বললেই চলে। সবাই জলাভূমি বোজাতে খুবই তৎপর। ব্যাঙ্গালোরের খ্যাতি ছিল সরোবরের জন্য। কমবেশি এই শহরে দুশোর বেশি জলাভূমি ছিল। এখন তা কমে পঞ্চাশের নিচে চলে গেছে। ফলে বর্ষা হলেই শহর ডুবছে। পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি সংগঠন কাজ করেছে ব্যাঙ্গালোরে। ইকোলজি পড়ে কতজন পণ্ডিত হয়েছেন, কিন্তু তাদের সকলের চোখের আড়ালে জলাভূমি বুজিয়ে রাস্তা, বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাঘ, হরিণ, পাখি, গণ্ডার, এসব নিয়ে হিসেব নিকেষটা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি জলাভূমি হারিয়ে যাওয়ার হিসেবটা রাখা। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করা, ভাল তথ্যসমৃদ্ধ বক্তৃতা যেমন ভালো, তার থেকে আরও ভালো কাজের কাজ করা। আসলে সবই লোক দেখানো আর লোক ঠকানো নাটক হচ্ছে।

এবার শহর কলকাতার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। মানচিত্র তৈরি করার কাজটা বেশ ভালভাবে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের অনেক রাস্তা বের হয়েছিল। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বিষয়টি নির্ভর করছে শহর সংলগ্ন মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির ওপর। এখানে কিছু সংগঠনও রয়েছে যারা মাঝে মাঝে 'গেল গেল রব' তোলে। যদিও দিল্লির কর্তারা এসব নিয়ে তেমন ভাবেন না। মিটিং শেষে ভাল খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি চলে যাওয়াটাই তাদের দস্তুর। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ বেতনভোগী জলাভূমি বিশেজ্ঞরা কি করছেন বোঝা দায়। কোনও কাজ না করে, কিছু না জেনে মানুষকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এইসব আধিকারিকরা। এরাই নাকি বিশেষজ্ঞ? কেন্দ্রের গাফিলতিতে জলাভূমি সংরক্ষণের কাজটি একেবারেই গতি হারিয়েছে। তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা অনেকেই জানেন না ১৯৯২ সালে কলকাতায় জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক করেন রামসার কর্তৃপক্ষ। ২০০২ সালে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি রামসার স্বীকৃতি পায়। এখন আবার সাইনবোর্ড টানিয়ে সেই জলাভূমিতে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। জলাভূমিতে আবার পাট্টাও দেওয়া হয়েছে। হাতি চলাচল করার পথে রেললাইন বসানো হয়েছে। এতে হাতিরা অবাক হলেও কর্তাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।

জলাভূমিতে কোথায় কত বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে তার রিপোর্টও রয়েছে। এই মৃত্যুর হাতছানি মানুষ বা সরকারকে সেভাবে ভাবায় না। যেমন করে মানুষ জানে ফসলে বিষ, সবজিতে বিষ, জলে বিষ, ফলে বিষ দেওয়া হচ্ছে। এসব নিয়েই চলমান নাগরিক জীবন। গোটা পৃথিবীটাই এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের কব্জায় আর কব্জি ফোনের ইশারায় চলছে। জলাভূমি গেল কি রইলো, এটা does not matter.

এটা কি গ্রামমুখী কেন্দ্রীয় বাজেট?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষের ২০১৮-১৯-এর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট কতটা গ্রামের দিকে তাকিয়ে হয়েছে এটাই সবচেয়ে আলোচনার বিষয়। গত ২/৩ বছর ধরেই গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারে খারাপ অবস্থায় চলে গেছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ব্যবস্থা যে নেয়নি তা নয়। তবে তা এতই সামান্য যে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। এই বিষয়ে এই লেখকও গত প্রায় দেড় বছর আগে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে একটু তর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। অর্থমন্ত্রী কিছু টাকা বরাদ্দ করেই বিষয়টি যেন সফল করতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছিল। যদি সরকারের কাছে বিষয়টি সাম্প্রতিক গুজরাট বিধানসভা ভোটের আগে তীব্র আকারে আসেনি বলেই মনে হয়।

গ্রামীণ সংকট কী রকম?

এটা শুধু কৃষি সংকট বলে মনে করা ঠিক নয়। কারণ গ্রামীণ অর্থনীতি বলতেই কেবল কৃষিকে বোঝায় না। যদিও গ্রামাঞ্চলে কৃষি নির্ভর মানুষ সবচেয়ে বেশি। গ্রামের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষই কৃষিজীবী। কৃষির সমস্যা অনেক। সাধারণভাবে এগুলি হল ফসলের ন্যায্য দাম, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ, সেচ, মাটির উর্বরতা শক্তির নেমে যাওয়া, আধুনিকীকরণের অভাব, চাষের জন্য ঋণ পাওয়ার সমস্যা ইত্যাদি। এটা ভাবার কারণ নেই যে কৃষি উৎপাদন একেবারে কম হয়ে গেছে। উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু উৎপাদনের বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। গত ৩/৪ বছরে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এই গ্রামীণ অর্থনীতির সংকটকে মোকাবিলাই নাকি এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের মূল লক্ষ্য।

বাজেটের কিছু দিক

এবারের বাজেট, অনেকের মতে রাজনীতি এবং অর্থনীতি ভারসাম্যের বাজেট। একদিকে যেমন আর্থিক বৃদ্ধির গতি আনতে তা সাহায্য করবে অন্যদিকে গ্রামের ও গরীব মানুষের দুঃখ কমাতে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। অনেকের মতে এই বাজেট কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা চাকুরীর সুযোগ, পরিকাঠামো উন্নয়নকে ভালভাবে লক্ষ্য রেখেছে। এর ফলে গ্রাম্য জীবন উপকৃত হবে, কষ্ট লাঘব হবে। আমাদের দেশে গ্রামে বসবাসের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভাল নেই। রোজগার কমে যাচ্ছে। তাই গ্রামের মানুষ আজ শহরমুখী। অথচ শহরেও এসে সব সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। তাই শহরের একটা অংশের মানুষও ভালভাবে বাঁচতে পারছে না। ফলে সরকারের গ্রামের উন্নতি সাধনে বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া জরুরি। না হলে গ্রামের মানুষ ও বিপন্ন এবং শহরে উঠে আসলেও তাদের জীবনে স্বাচ্ছল্য আসবে না। গ্রামে তাই মোদি সরকার বিরোধিতা উর্দ্ধমুখী।

এই ২০১৮-১৯ এর বাজেটে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৬.৭%। রাজস্ব ঘাটতি ধরা হয়েছে জাতীয় আয়ের ৩.৩ শতাংশ। অনেকে অখুশী রাজস্ব ঘাটতি কিছুটা বাড়ায়। কারণ রাজস্ব ঘাটতি বাড়ার মানে সরকারের খরচ বাড়ানো। ফলে সরকারের অর্থের চাহিদা বাড়াবে এর ফলে সুদের হার বাড়ার প্রবণতা তৈরি হয়। যার ফলে বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। কারণ সুদের হার বাড়া মানে বিনিয়োগের খরচ বেড়ে যাওয়া। কিন্তু বিষয়টিকে এভাবে না দেখাই ভাল। কারণ বর্তমানে অ-সরকারি ভোগ বেশ কম। জাতীয় আয় বৃদ্ধি কম, চাকুরীর সুযোগ কম, গ্রামের অর্থনীতি দুর্বল। এদিকে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো বেশি বিনিয়োগ করছে না। বহু জায়গায় উৎপাদনের ক্ষমতা উদ্বৃত্ত হয়ে আছে চাহিদার ঘাটতির কারণে। বিদেশে উন্নত দেশগুলোতে আর্থিক মন্দা চলছে বহুদিন ধরে। আমেরিকা, ইউরোপের কিছু দেশে এবং জাপানে কিছুটা আর্থিক বৃদ্ধির আশা বাড়ছে। কিন্তু রপ্তানী ভারতের এখনো সমস্যা থাকছে, বিশেষ করে শ্রম নিবিড় দ্রব্যের রপ্তানীতে ভারত এখনো ঠিক জায়গায় নেই। এমতাবস্থায় সরকারী খরচের উপরই বেশি নির্ভর করতে হবে দেশের আয় বাড়াতে। সরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেশের সার্বিক চাহিদা বাড়িয়ে জাতীয় আয় বাড়াতে গেলে ফিসকাল ডেফিসিট বা রাজস্ব ঘাটতি বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। সরকার, রেল, রাস্তা, সেচ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরিকাঠামো নির্মাণে বেশি খরচ করতে আগ্রহী।

গ্রামীন ক্ষেত্র ও বাজেট

কৃষির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া। বাজেট এবারে ফসলের ন্যূনতম দাম গতবারের তুলনায় ৫০ শতাংশ বাড়াবার বরাদ্দ আছে। কিন্তু সমস্যা হল ফসলে খরচ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে হিসাবকে নিয়ে। বিশেষজ্ঞের মতে এই খানেই দুর্বলতা থাকছে। অর্থাৎ কৃষিপণ্যের দাম নির্ণয় করাটাই গলদে ভরা। যাক ন্যূনতম দাম বাড়ালে কৃষকের ভাল কিন্তু আরো সমস্যা হল সবাই কি এই সুযোগ ঠিকমত পাবে? (চলবে)

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের কলকাতার সংস্কৃতি

কালিপদ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য, সমাজ, লোকাচার, রীতিনীতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠা অভ্যাসকে আমরা বলি সংস্কৃতি যা ইংরেজিতে কালচার। এটা কখনই একদিনে গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, ধর্মাবলম্বীর, ভাষাভাষীর পাশাপাশি দীর্ঘদিন বাসের ফলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। এর ভালো ও মন্দ উভয় দিকই আছে। আমরা জানি, মানুষমাত্রই অনুকরণ প্রিয়। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাংলা, আরও বিশেষভাবে বললে, কলকাতায় ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ও শাসক সম্প্রদায়ের বাস দীর্ঘদিনের। সুতরাং এদেশের মানুষের সঙ্গে তাদের প্রয়োজনে ওত প্রোতোভাবে মেলামেশা হতে হতে কলকাতায় একটা স্বতন্ত্র কালচার গড়ে ওঠে। সেটাই ক্রমশঃ ক্যালকাটা কালচার বা কলকাতার কালচার নামে পরিচিত হয়। এটা ঠিক বাঙালী কালচারও নয়, আবার সাহেবি কালচারও নয়। বরং উভয় কালচারের একটা সংমিশ্রণ। দীর্ঘ ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকার পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু অবচেতন বা সচেতনভাবে এখনও সেই কালচার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি।

প্রথমেই শিক্ষার প্রসঙ্গে আসা যাক। এখনও আমরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা যখন ভাবি, তখন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ঘরের অভিভাবকরা ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করার কথা চিন্তা করি। এমন কি অনেকেই পছন্দ করেন সেইসব স্কুল যেখানে ফিরিঙ্গি শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষাপ্রদান করেন। তাঁদের মতে বাঙালি শিক্ষকরা নাকি মেথড (Method) জানেন না। বাতিকটা কিন্তু নতুন নয়, বহু পুরানো সেই কলকাতা কালচারের অঙ্গ। বাঙালী ও সাহেবদের পারস্পরিক টানাটানির ফলে একটা মিশ্র কালচার সৃষ্টি হয়েছিল যার রেশ আজও কলকাতার অভিজাত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে রয়ে গেছে। একথা অনস্বীকার্য যে সাহেবরা যেমন বাঙালীদের আকর্ষণ করেছে, তেমনি সাহেবরাও বাঙালীদের রীতিনীতি, খাদ্যরস প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। মোটের উপর এই Interaction এ আমার মনে হয়, উভয় সম্প্রদায়ই কিঞ্চিত লাভবান হয়েছে। এই অনুকরণ প্রিয়তার ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে অনেক বাঙালী হিন্দু পরিবারের নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় মেমসাহেব ও সাহেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। যেহেতু ইংরাজী শিক্ষার কদর বেড়ে চলেছিল, তাই ফিরিঙ্গি মেম সাহেবরা হিন্দুদের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। তাঁরা স্বল্প বেতনে বাড়ির মহিলাদের অর্থাৎ অবিবাহিতা মেয়েদের ইংরেজি শেখাতেন। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টের বানী প্রচার করা। কেউ কেউ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান বনে যেত। তখন বাঙালী ছেলেরা প্রমে গুরুমশায়ের কাছে বাংলা শিখত। তারপর মুন্সীর কাছে শিখত ফারসি এবং সবশেষে সাহেবের কাছে ইংরাজি শিখত। তারা সাহেবদের কথা বলা, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির হীন অনুকরণ করত। রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম সেকালের বাঙালীদের রচনায় ও আত্মচরিতে এই ইংরাজি শিক্ষার মজার মার সব গল্প আছে।

ফিরিঙ্গি স্কুলে পড়ছে এমন এক ছাত্রের পিতা বলছেন যে তাঁর ছেলের স্কুলে সিস্টাররা পিয়ানো বাজিয়ে নাচে এবং তারই সুরে তালে তালে ইংরাজি কবিতা পড়ায়। কোন বাঙালি স্কুলে এসব পারবে? অবশ্য কিছুটা এরই অনুকরণে বাঙালি স্কুলে ও শিক্ষক মশাইরা ছাত্রদের দিয়ে সুর করে ইংরাজি শব্দমালা শেখাতেন। ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শনে গেলে মাস্টারমশায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'গার্ডেন ঘোষাবো, না স্পাইস ঘোষকে? অর্থাৎ বাগানের বিষয়, না মশলার বিষয়? পরিদর্শক হয়ত বললেন, গার্ডেন ঘোষাল। মাস্টারমশাই ছাত্রদের বলতেন, গার্ডেন ঘোষাও।

ছাত্ররা বলতঃ

পমকিন্ লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার্ শশা
বিঙ্গেল বার্তাকু, প্লোমেন্ চাষা।

অর্ধশিক্ষিত বাঙালীদের ইংরাজী বলার একটা পদ্ধতি ছিল বাংলা-ইংরাজি মিশিয়ে কোনরকমে সাহেবদের বোধগম্য করা। এই নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প প্রচলিত আছে। যেমন, এক ইংরেজ সাহেবের বাড়িতে এক বাঙালীবাবু কেরানীর কাজ করতেন। সাহেবের আস্তাবলে নিজের ঘোড়ার দেখাশোনা করার জন্য একজন সহিস ছিল। তার কাজ ছিল ঘোড়াকে দলাইমালাই করা ও নিয়মিত ছোলা ভিজানো খেতে দেওয়া। উক্ত কেরানীবাবু প্রত্যহ ঘোড়ার খাবারের ছোলা থেকে সরিয়ে টিফিন করতেন। একদিন সাহেব লক্ষ্য করলেন, ঘোড়াটা পূর্বাপেক্ষা রোগা হয়ে গেছে। তখনই তিনি সহিসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘোড়া রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? ওকে ঠিকমত দানাপানি দাও না? তখন সহিস মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'সাহেব, আপনার কেরানিবাবু রোজ ঘোড়ার খাবার থেকে টিফিন করেন। সাহেব তো শুনে অবাক। সাহেব তৎক্ষণাৎ বাঙালি কেরানীকে ডেকে একথা ঠিক কিনা জানতে চাইলেন। বললেন, 'তুমি ঘোড়ার দানা চুরি কর কেন? তার উত্তরে কেরানিবাবুটি বলল, 'সাহেব, মাই হাউস্ ডে অ্যান্ড নাইট, টোয়েন্টি টোয়েন্টি লীভস্ ফল, লিটল্ মানি, হাউ ম্যানেজ? (অর্থাৎ আমার বাড়িতে দুবেলা কুড়ি কুড়ি চল্লিশটা পাত পড়ে। অল্প মাইনে পাই, কী করে চালাব?) শোনা যায়, এই তথ্য জানার পর সাহেব কেরানিবাবুর মাইনে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বাঙালী সাহেব ও সাহেব বাঙালীরাই ক্যালকাটা কালচারের আদি স্রষ্টা। তখনকার দিনে অনেক বাঙালী ইংরেজদের জামাই হয়েছে। আবার ইংরেজরাও বাঙালিদের ঘর জামাই হয়েছে। পূর্বের ধারণা অনুযায়ী জব চার্নককে যদি কোলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে বলতে হবে কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতাই এদেশীয়দের ঘরজামাই ছিলেন। কালচারের ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালির এই জাতীয় শ্বশুর জামাই সুলভ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ফলে বিচিত্র এক কলকাতা কালচারের সৃষ্টি হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এদেশে কর্মরতা সাহেবরা ঘনঘন বিলেত যেতেন না। তাঁরা কালে ভদ্রে যাওয়ার সুযোগ পেতেন। যারা যেতেন তাঁরা এখান থেকে লুঠ পাঠের ধন নিয়ে যেতেন। যারা নতুন করে এই শহরে আসতেন, তারা শহরটি ধনরত্নের খনি মনে করে এদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেন না। বাধ্য হয়ে তাদের এদেশের লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে হত। নবাগত সাহেব মেমদের সঙ্গে এখানকার সমাজের মেলামেশা ও আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ছিল রবিবারের গির্জার উপাসনার স্থল। নতুন কোনও মেম সাহেব এলে তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য কলকাতায় থাকা সাহেবদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। এমত অবস্থায় নারীসঙ্গ বঞ্চিত সাহেবরা বাধ্য হয়ে এদেশীয় নেটিভ মহিলাদের পানিগ্রহণ করে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হতেন। সাহেবী কালচার ও বাঙালী কালচারকে বৈবাহিক বন্ধনে বাঁধবার জন্য বিলেতের মেমসাহেব এবং বাঙালি মহিলারাই ঘটকের কাজ করেছেন। তাই এদেশীয় মেয়েদের পাল্লায় পরে, সাহেব মেমরা পান খাওয়া শিখেছেন, গড়গড়ায় হুকো খাওয়া শিখেছেন, উৎসব-পার্বনে যোগ দিয়েছেন। হোলি খেলেছেন, পালকীতে পর্যন্ত চড়েছেন। অনেক সাহেবই কালীঘাটে পুজো দিতেন, এমনকি কেউ কেউ শালগ্রাম শিলা পর্যন্ত রাখতেন। বাংলার বিভিন্ন খাবারদাবার বাড়িতে তৈরি করে তাঁরা রসাস্বাদন করতেন। বাঙালি গিন্নীরা সাহেবদের চন্দ্রপুলি, নারকেলের নাড়ু খাইয়ে, শেষে পান সেজে দিতেন এইভাবে বাঙালি কালচারের প্রত্যেকটি উপকরণ শুধু নয়, বাঙালির জীবনধারাটাকেও সাহেবদের ধাতস্থ করতে হয়েছে। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন সাহেবদের ৫০/৬০ জন, কারও কারও ১০০ জন করে চাকর থাকত। বোধ হয় সেইজন্যই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের ইংরেজ নবাব বলা হত। তাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য চাকর, চুল, দাঁড়ি, নখ কাটার জন্য চাকর, কান খুঁটে দেওয়ার জন্য চাকর। হেয়ার ড্রেসাররা সাহেবদের চুল ঠিক করে দিত। সাহেব যখন অফিস যেতেন, তখন সঙ্গে থাকত চাপরাশি, হরকরা, পিওন, হুকা বর্গারপ্রভৃতি প্রায় ২০ জন চাকর।

(চলবে)

কবিতা

হাতে হাতে

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

যাচ্ছে মোটর ভোঁপ্পো-ও-পো না চায় কোন্ দিক,—
দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে কোন্ রাজাই বা নিভীক!
পথে ছিল হালদারদের ছেলেটা—নাম পচা,
কাজ শুধু তার দুষ্টুমির ফন্দী-ফিকির রচা।
মোটরখানা পাশ কাটিয়ে যেই গিয়েছে সরে ;—
কাগজেরি বগ্‌লি ছিল,—ফুলিয়ে ফুঁয়ের জোরে,
মারলে আছাড়,—ফাটলো থলি, দড়াম্ আওয়াজ হলো।
থামলো মোটর, ভাবলে শোফার, বুঝি টায়ার গেলো।
নামলো শোফার, এদিক থেকে, চায় সে ওদিক পানে,
টায়ার তো ঠিক! কলের কিছু বিগড়ুলো কোন খানে
খুলছে ডালা, টিপ্‌ছে বোতাম,—ঠিক সে সকলধার!
তলায় শুয়ে করছে পরখ্ ত্রস্ত বারংবার!
পচার নাচন চল্‌ছে তখন, জয়ে পাগল-করা,
কাগজেরি বগ্‌লি ফাটা, হাতেই আছে ধরা।
দেখেই শোফার বুঝলো ব্যাপার, ক্ষেপ্‌ল বিষম রাগে।
দড়াম্ লাথি কষিয়ে দিলে পচার পৃষ্ঠভাগে।
চালিয়ে মোটর চললো শোফার, ভোঁপ্পো-পো-ভোঁ,
পচা কোথায় ফুঁপিয়ে কাঁদে,—ওগো মা, মাগো!

তোমার রূপ

ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী

পত্রের কোমল গাত্রে কি বিচিত্র রেখা,
লঘু কিনুকের অঙ্গে কি বর্ণ-সম্ভার,
ধবল তুষার-খণ্ডে কি অঙ্কন লেখা,
ক্ষুদ্র প্রজাপতি-দেহে কি রত্ন ভাণ্ডার!

শিশুর সরল প্রাণে কি ভাব লহর ;
কিশোরীর চিত্তে কি বা নব অনুরাগ,
পঙ্কজে পঙ্কের মাঝে কি মধু-নির্ঝর,
যৌবনে যোগীর মনে কি তীব্র বিরাগ!

লোকে বলে এ সবার লাবণ্য-লহরী
প্রকাশ করিছে তব রচনা কৌশল;—
আমি দেখি এ সবার অভ্যন্তরে হরি!
উদ্ধলি' পড়ছি তব রূপ নিরমল!
এ জগতে যত কিছু মধুর সুন্দর,
উথলে ও রস স্রোত তাহে নিরন্তর!

মণির পকেট

রাধাচরণ চক্রবর্তী

ছোট্ট খোকা 'মণিবাবু'
দ্যাখো যদি পকেট তারি—
ঠাট্টা তোমার থাকবে ঠোঁটে;—
বলবে—'বাঃ! বাঃ! বলিহারি।'

মণিবাবুর সমান রুটি—
কাচের ভাঙা, পাথর-কুচি,
কুড়ানো ফুল, সোলার কুটি
আরো কি-সব হাল্কা-ভারী;
ছোট্ট মণির পকেট ত নয়—
ছোট্ট দোকান মনিহারী।
ছোট্ট খোকা মণিবাবু—
দেখলে অবাক্ পকেট তারি,
বালক-বিশ্বকর্মা যেন
গড়বে নূতন জগৎ বাড়ি,—
খেলার জগৎ—জগৎ মহৎ—
থাকবে না ভেদ, ক্ষুদ্র বৃহৎ—
থাক্‌বে না কো পুথি এবং
গুরু মশা'র বেতের বাড়ি।
মণির পকেট মণির পকেট
সুবিচিত্র মনোহারী।

স্টেডিয়াম

দার খেলবে আই পি এল

বান্দিপোরা- দার-ই-কাশ্মীর থেকে এবার আই পি এল-এ খেলবেন মনজুর আহমেদ দার। চব্বিশ বছরের এই তরুণের বাড়ি লিগন পোরা সোনাওয়ারি গ্রামে। গ্রামে এই খবর আসা মাত্র শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসব। আই পি এল-এর নিলামে কিংগস ইলেভেন পঞ্জাব তাঁকে তুলে নিয়েছে। কাশ্মীর থেকে আই পি এল-এ শেষ যিনি খেলেছিলেন, তিনি হলেন পরভেজ রসুল। মনজুর অল রাউন্ডার। কখনও জুতোর মিস্ত্রির কাজ, কখনও ব্যাঙ্কের নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করে জীবন চালাতে হয়েছে তাঁকে। আই পি এল-এ সুযোগ পাওয়ার পর নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন মনজুর।

চাম্পিয়ন বাংলার সুতীর্থা

রাচি-এবার রাঁচীতে জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সিনিয়র বিভাগে বাংলার সুতীর্থা, মুখোপাধ্যায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হারিয়ে দেন মনিকা বাত্রাকে। সুতীর্থা পৌলমি ঘটক এবং মৌমা দাসের পরে বাংলার প্রথম মহিলা জাতীয় চাম্পিয়ন। মৌমা শেষ বার জাতীয় চাম্পিয়ন হয়েছেন ২০১৫ সালে। ৩ বছর পর ফের বাংলার মেয়ের মাথায় উঠল জাতীয় সেরার মুকুট। সুতীর্থা এখন দোটানার মধ্যে রয়েছেন। একদিকে তার পরীক্ষা, অন্যদিকে বিদেশে ভারতের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা। সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁর অভিভাবকরা।

পাকিস্তান বধ

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এবার অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ জিতল ভারত। কোচ দ্রাবিড় জানান, ফাইনালে জিতলেও সেরা ম্যাচ খেলেনি আমাদের ছেলেরা। অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বল হাতে ঝড় তুললেন ইশান পোড়েল। ৬ ওভার বল করে ১৭ রান দিয়ে পেয়েছেন ৪ উইকেট। তার বোলিং দেখে খুশি কোচ রাহুল দ্রাবিড়। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ইশানকে। এই ম্যাচে পাকিস্তান ১০০ রানও তুলতে পারেনি।

সিরিজ জিতল ভারত

সিরিজ জয়ের পর টিম ইন্ডিয়া

ডারবান-বিরাট কোহলির সুযোগ্য নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ জিতল ভারত। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ম্যান অফ দ্য সিরিজ জিতলেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরিয়ান ৮ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাস্ত করে ভারত। ওয়ান ডে-তে বিরাটের ঝুলিতে গেল ৩৫ সেঞ্চুরি। সিরিজে ৫৫৮ রান। সঙ্গে আরও ব্যক্তিগত রেকর্ড। ধোনির পর ভারতের সেরা 'ম্যাচ ফিনিশার' হলেন বিরাট কোহলি। শেষ ওয়ান ডে-তে প্রাপ্তি শার্দূল ঠাকুর। ভুবনেশ্বর কুমারের বদলে মুম্বইয়ের তরুণ পেসার শাওলি (৪-৫২)। তাঁর আক্রমণেই প্রোটিয়া সিংহরা কুপোকাত। দক্ষিণ আফ্রিকা কোনওমতে ২০৪ রান করেছে। এছাড়া ভারতের দুই রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব আর যুজবেন্দ্র চাইল গোটা সিরিজেই দাপটির সঙ্গে খেলেছে।

অনুষ্কাকে ধন্যবাদ বিরাটের ঃ স্ত্রী অনুষ্কাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন বিরাট কোহলি। সাক্ষাৎকার লিতে গিয়ে বিরাট বলেন, 'সিরিজ জেতার পর আলাদা করে আমার স্ত্রীর কথা বলব। এই সফরে সবসময় ও আমার পাশে ছিল। সবসময় ইতিবাচক থেকেছে। আমার ভালো লাগছে যে সবার সঙ্গে ওকেও আমি খুশি করতে পেরেছি।'

তৃতীয় ইনিংস ৬৫

সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে ইমরান খানের পরিবার

লাহোর-তৃতীয় ইনিংসে ইমরান খান ৬৫ নট আউট। শেষ পর্যন্ত জল্পনাই সত্যি হল। ৬৫ বছর বয়সে তৃতীয় বিয়ে সারলেন ইমরান। পাত্রী হলেন মধ্য চল্লিশের আধ্যাত্মিক গুরু বুশরা মানেকা। পাকিস্তানে তিনি বুশরা বিবি ও পিঙ্কিপীর নামেও পরিচিত। ইমরানের প্রথম ইনিংস ন বছরের ব্রিটিশ ধনকুবেরের কন্যা জেমাইমা গোল্ডস্মিথের সঙ্গে। দ্বিতীয় ইনিং মাত্র দশ মাসের। টিভি অ্যাঙ্কর রেহাম খান। এরপরেই এই তৃতীয় বিয়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে সম্পন্ন হয়। ইমরান-বুশরার। বিয়ের পরি শাহিদ আফ্রিদি টুইট করে শুভেচ্ছা জানান। বুশরার এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বছর খানেক আগে আধ্যাত্মিক গুরু বুশরার কাছে পরামর্শ নিতে যান পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ-এর চিফ এবং পাকিস্তান ক্রিকেটের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমরান খান। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

সুপার কাপে দুই প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি-সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল, আই লিগ ও আই এস এল-এর প্রথম ছ'টা টিম সরাসরি জায়গা করে নেবে সুপার কাপের মূলপর্বে। বাকি চারটি টিমকে বেছে নেওয়া হবে যোগ্যতা অর্জন পর্বের মাধ্যমে। কটক বা কোচিতে সুপারকাপের মূল পর্বের খেলা হওয়ার কথা। ১৬টি টিম নিয়ে ৩১ মার্চ থেকে ২২ এপ্রিল হবে সুপারকাপের ফাইনাল রাউন্ড। প্রাথমিক পর্ব চলবে ১২ থেকে ৩১ মার্চ। আই লিগ কর্তাদের মত এই সুপার লিগে ছ'জন বিদেশি খেলুক। আই এস এল চান আটজনকে এই নিয়ে চলছে তর্ক-বির্তক। সুপার কাপ যাতে জমে ওঠে তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কর্মকর্তারা।

নেতৃত্বে সর্দার

নয়াদিল্লি-সুলতান আজলান শাহ কাপে ভারতীয় টিমে এলেন সর্দার সিং। শুধু ফিরে আসা নয়, অধিনায়কও হলেন তিনি। মালয়েশিয়ার ইপো-তে ৩ মার্চ থেকে খেলা শুরু হবে। বর্তমানে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ছ'নম্বরে রয়েছে ভারত। ভারত খেলবে অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ফাইনাল হবে ১০ মার্চ।

ধোনির বিশ্বরেকর্ড

বার্বাডোজ-খুব নীরবে আরও একটা বিশ্বরেকর্ড করে ফেললেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভেঙ্গে দিলেন কুমার সঙ্গকারার সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরার রেকর্ড। টি টোয়েন্টিতে ভুবনেশ্বর কুমারের বলে রিজা হেনড্রিক্সের ক্যাচ ধোনি ধরার সাথে সাথে সঙ্গকারার ২৫৪ ম্যাচে ১৩৩ ক্যাচ ধরার রেকর্ড ভেঙ্গে যায়। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতের দীনেশ কার্ত্তিক। টি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে বিশ্বরেকর্ড আগে থেকেই ধোনির দখলে। ৮৭ ম্যাচে ধরেছেন ৭৭ ম্যাচ।

রাজা ফেডেরার

অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতে

অস্ট্রেলিয়া-বয়স্কতম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে এক নম্বরের সিংহাসনে রজার ফেডেরার। ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। গোটা জীবনটাই টেনিসকে কেন্দ্র করে। সদ্য জিতলেন অস্ট্রেলীয় ওপেন। এখন তাঁর লক্ষ্য চলতি মরশুমে আসন্ন টুর্ণামেন্টগুলোতে নিজের মেজাজ ধরে রাখা। অস্ট্রেলীয় ওপেনে তিনি সফল। ফেডেরার ভক্তরা চান, তিনি ফের কোর্টে জাদু দেখান।

বাংলা দল নিয়ে সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি-সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দল গড়া নিয়ে সংকটে পড়েছেন কোচ রঞ্জন চৌধুরী। আই লিগ এবং আই এস এল-এর কোন খেলোয়াড়কে নেওয়া যাবে না। যারা রয়েছেন তারা আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচ খেলতে যাবে। ১ এপ্রিল ফাইনাল খেলা।

মাঠে পিস্তল

নিজস্ব প্রতিনিধি-মিনার্ভা পঞ্জাব বনাম গোকুলম এফ সি ম্যাচে মাঠের মধ্যে ব্যক্তিগত পিস্তল ঢুকেছিল। ম্যাচ কমিশনারের রিপোর্ট পেয়ে মিনার্ভার বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব নিল শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। আই লিগের ম্যাচে ২০ ফেব্রুয়ারি চণ্ডীগড়ে এই ঘটনা ঘটে। মিনার্ভাকে সতর্ক করে দিয়েছে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি।

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অনন্ধকারের এই দ্বার.....

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো থেকে কলকাতায় ফেরার ১২২তম বর্ষপূর্তিতে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

সারা বাংলা বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক। মঞ্চে রয়েছেন ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও অধ্যাপক অশোক পালিত। নিজস্ব চিত্র

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারকবৃন্দের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন বাচিক শিল্পী দেবাশীষ বসু। মঞ্চে অন্যান্য সুধীবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

অধ্যাপক অশোক পালিতকে সম্বর্ধনা। নিজস্ব চিত্র

সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিদ্যাসাগর বিভাগের প্রতিযোগিরা নিজস্ব চিত্র

কোরকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে অন্যান্য সুধীবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

প্রতীম চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী ও স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ শেখর ঘোষ, ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা ও অজয় চৌবে

সদস্যবৃন্দ ১) অশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) দীপঙ্কর মিত্র ৯) বুদ্ধদেব বক্সি ১০) তপন ব্যানার্জি ১১) অশোক পাল ১২) অনুপম দাস ১৩) তারকনাথ কুণ্ডু ১৪) সৈকত মুখার্জি ১৫) দেবালী বিশ্বাস ১৬) বীরেন্দ্রনাথ দে ১৭) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৮) সঞ্জয় সাহা ১৯) পার্থ দাস ২০) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ২১) সৌগত লাহা ২২) বিভাস সুর ২৩) অপূর্ব রায় ২৪) এস কে নাজিবুর রহমান ২৫) শিল্পী মুখার্জী ২৬) সন্দীপ মিল ২৭) অমল বোস ২৮) বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৯) তপন কুমার ঘোষ ৩০) তাপস কুমার চক্রবর্তী ৩১) রিঙ্কা বিশ্বাস ৩২) গৌতম সুন্দর ৩৩) শোভন চক্রবর্তী ৩৪) মিনাক্ষী পাল ৩৫) নমিতা শাল ৩৬) রামকৃষ্ণ বসাক ৩৭) মালঞ্চ সাহা ৩৮) রীতা দাস ৩৯) সুরজিৎ দত্ত ৪০) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৪১) ইরা দত্ত ৪২) প্রিয়জিত ভৌমিক ৪৩) শান্তি ব্যানার্জী ৪৪) প্রসেনজিৎ সোনুই ৪৪) রীতেশ ঘোষ ৪৬) শীলা নন্দী ৪৭) অমিতাভ সিনহা ৪৮) দেবাশিষ ভট্টাচার্য ৪৯) ডাঃ শুভাশিষ ভট্টাচার্য ৫০) শুভাশিষ সুর ৫১) পুলককুমার সুর ৫২) সমীরণ গুহ রায় ৫৩) রুপা ব্যানার্জি ৫৪) ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সরকার ৫৫) প্রদীপ কুমার দাঁ ৫৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৫৭) মিন্টি রাহা ৫৮) দেবাশীষ দাস ৫৯) নমিতা রায় ৬০) রাজা কর ৬১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৬২) ডালিয়া দত্ত ৬৩) অশিষ ভট্টাচার্য ৬৪) কমলকান্তি ঘোষ ৬৫) বনিতা দাস ৬৬) অসীমা ভড় ৬৭) আলোকনা সিকদার ৬৮) মধুমিতা পাত্র ৬৯) শুভময় কুণ্ডু ৭০) অনুলেখা মিত্র ৭১) সুদীপা কর্মকার ৭২) গোপাল সাহা ৭৩) সম্মান দাস ৭৪) তাপস মুখার্জি ৭৫) উমেশ গুপ্তা।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,